দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 2-3 JAN 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

৬৩

চিঠিপত্র

শিক্ষা বিস্তারে শুধু নারী শিক্ষা কেন?

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ বা জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। আমাদের দেশ দরিদ্র ও জনবহুল তাই এ দেশে শিক্ষিতের হার খুবই কম। সরকার দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য সবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং সফল করতে দৃঢ় আশাবাদী। মেয়েদের জন্য ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয়েছে, যা সত্যই প্রশংসার দাবীদার। এছাড়াও বিশ্ব ব্যাংক, এশীয়া উন্নয়ন ব্যাংক-এর সহায়তায় ১৭৮টি থানায় নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি দিয়ে আসছে। নোরাডের ও অর্থায়নে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত '৯৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে "খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা" কর্মসূচী চালু করা হয়। এই কর্মসূচীর আওতায় দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ জন্য অবশিষ্ট ইউনিয়নে অবস্থিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

গত ২৯-১২-৯৩ ইং তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের বৈঠকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটির বৈঠকে নারী শিক্ষা বিস্তারে ষষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ৪৮২ কোটি টাকার এক প্রকল্প গৃহীত হয়। এই প্রকল্পে দেশের ২৮২টি থানা অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ধরনের বৈরী প্রকল্পের জন্য বাকী থানাগুলো বঞ্চিত হবে কেন? আমার মতে উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে দেশে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের অবৈতনিক করলে প্রকল্পটি সফলতা লাভ করত। '৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের সদস্য খুদ-রাত-ই খুদা-এর রিপোর্ট-এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করার জন্য কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি কামনা করছি।

—এ কে এম আব্দুল মজিদ,
সহকারী শিক্ষক,
পাটাভোগ সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়,
পোঃ শ্রীনগর, জেলাঃ মুনশীগঞ্জ।

প্রসংগঃ সাক্ষরতার হার কর্মসূচী

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ নিরক্ষর এবং আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে কি-না দেশের লোককে আজ সেটা ভাবিয়ে তুলেছে। যদিও সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ করে নতুন একটি বিভাগ প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকেন। এ ব্যাপারে সর্বত্র দৃষ্টি দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না বলেই ২০০০ সাল নাগাদ এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত কি করে হবে? তাছাড়া সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিকট লেখাপড়া বা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বলতে কিছুই নেই।

যাও আছে, তা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ না হয়ে পিছনের পথে চলে যায়। পাশাপাশি নিরক্ষরতার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাবেতো বটেই। এসকল বিভাগে নিরক্ষরতা দূর করার নামে চলে প্রকল্প বেচা-কেনা'র ঠিকাদারী ব্যবসা।

এক সময় নিরক্ষর লোকদের অক্ষরজ্ঞানের জন্য ছাত্রদের কাজে লাগানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তা সত্যিই একটি ভাল পদক্ষেপ। প্রতিদিনই মানুষ বাড়ছে। এই বাড়তি জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আরো অধিক সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং আনুষংগিক শিক্ষা উপকরণের। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংগঠনগুলোকে একাজে আরো সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নে দ্রুত সফলতা আসতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি।

—মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী,
সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল
পেন-পলস্ক্লাব,
১৭, হরিচরণ রায় রোড,
ফরিদাবাদ, ঢাকা—১২০৪।